পাবলিক হেলথ ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (আইইডিসিআর)
নিউজ লেটার কোভিড-১৯ বিশেষ সংখ্যা
IEDCR

জুলাই ২০২০

ঈদ উল আযহা-তে কোভিড-১৯

আগামী পহেলা আগস্ট ২০২০ পবিত্র ঈদ উল আযহা, মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলার মাঝে এবারের ঈদ উল আযহা ভিন্ন পরিবেশে পালিত হবে। কোরবানির পশুর হাট, কোরবাণীর দিনে ঈদ জামাত, কোরবানি করা, মাংস কাটাকুটি করা, কোরবানির মাংস বিতরণ, মাংস সংরক্ষণ প্রতিটি পর্যায়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিতে হবে বিশেষ সতর্কতা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ গত ২৩ জুলাই কোরবানির পশুর হাট ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য কতিপয় নির্দেশিকা জারী করেছেন।

কোরবানির পশুর হাটে ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য নির্দেশনা

১. হাট বসানোর জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোন অবস্থায় বদ্ধ বা দেয়াল-ছাদ ঘেরা জায়গাতে হাট বসানো যাবে না।

২. পশুর হাটে প্রবেশপথ ও বাহিরপথ পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে।

৩. ইজারাদার কর্তৃক হাট বসানোর আগে মহামারীর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী যেমন: মাস্ক, সাবান, জীবাণুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। হাত ধোয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিরাপদ বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো যেমন: মাস্কের সঠিক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে ।

৫. পশুর হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও হাট কমিটির সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হাট কমিটির সকলের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬. মাস্ক ছাড়া কোন ক্রেতা-বিক্রেতা হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হাট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করতে পারেন বা এর মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

৭. প্রতিটি হাটে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করতে হবে। সম্ভব হলে সার্বক্ষণিকভাবে মাইকে প্রচার করতে হবে।

৮. পর্যাপ্ত পানি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পশুর বর্জ্য দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে। কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরী করা যাবে না।

৯. একটি পশু থেকে আরেকটি পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ (তিন) ফুট বা ২ (দুই হাত) দূরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।

১০. সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে, হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে।

১১. ক্রেতাগণকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। অবশিষ্ট ক্রেতাগণ হাটের বাইরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপক্ষো করবেন। একটি পশু ক্রয়ের জন্য এক বা দু'জনের বেশী ক্রেতা হাটে প্রবেশ করবেন না।

১২. ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

১৩. প্রতিটি হাটে সিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভ্রাম্যমান স্বেচ্ছাসেবী মেডিক্যাল টিম গঠন করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিক্যাল টিমের নিকট শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিট্যাল থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে, যেন হাটে আসা সন্দেহজনক কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায় এবং প্রয়োজনে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করা যায় ।

অনলাইন কোরবানি গরুর হাট

১৪. স্থানীয় প্রশাসন,আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্যবিভাগের সাথে সমন্বয় করে সকল কাজ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. অনলাইনে পশু কেনা-বেচার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে।

ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য নির্দেশনা

১. ক্রেতা-বিক্রেতা সকলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবেন।

২. জ্বর, কাশি বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ হাটে প্রবেশ করবেন না।

৩. শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ব্যক্তিগণ হাটে আসবেন না।

৪. পশুর হাটে প্রবেশের পূর্বে ও বের হবার সময় সাবান এবং পানি দিয়ে দু'হাত ধুয়ে নেবেন।

৫. মূল্য প্রদান এবং হাটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াবেন।

৬. হাট কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করবেন।

৭. হাট থেকে ফেরার পরে অবশ্যই সাবান দিয়ে গোসল করবেন ও পরিধেয় কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

পশু কোরবানিকালীন করণীয়

১. জটলা এড়াতে একই দিনে সবাই কোরবানি না করে প্রতিবেশীরা মিলে ঠিক করবেন, তিন দিনে পালাক্রমে কোরবানি করবেন।

২. পশু কোরবানির সময় প্রয়োজনের অধিক লোকজন একত্রিত হবেন না এবং কোরবানির মাংস সংগ্রহের জন্য একত্রে অধিক মানুষ জড়ো হবেন না।

৩. যারা জ্বর, কাশি বা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন তাদেরকে কোরবানির কোনো পর্যায়ে জড়িত করবেন না।

৪. কোরবানি করা ও মাংস কাটার পূর্বে অবশ্যই সাবান দিয়ে দু'হাত ধুয়ে নিতে হবে। কোরবানি ও মাংস কাটার জন্য ব্যবহারের সমস্ত জিনিস, যেমনঃ ছুরি, দা, বটি, মাদুর, বালতি, গাছের গুঁড়ি, পলিথিন শিট ইত্যাদি ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবেন।

৫. যেখানে পশু কোরবানি, চামড়া ছাড়ানো ও মাংস কাটাকাটি করা হবে, সেখানে কাজের শুরুতে ও শেষে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেবেন।

৬. যারা কোরবানি, চামড়া ছাড়ানো ও মাংস কাটাকাটি করবেন, তাদের অবশ্যই হাতে গ্লাভস, মুখে মাস্ক এবং পায়ে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা রাবারের জুতা পরবেন। কাজ শুরুর আগে ও কাজ শেষে দুই হাতসহ পুরো শরীরের অনাবৃত অংশ সাবান ও পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

৭. কোরবানির পশু, চামড়া ও খোলা মাংসের আশপাশে কোনো অবস্থাতেই হাঁচি-কাশি দেবেন না। কোরবানি, চামড়া ছাড়ানো ও মাংস কাটাকাটির জায়গায় ভিড় করবেন না। যারা এই কাজগুলো করবেন, তারা অবশ্যই অন্যদের থেকে অন্তত তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখবেন।

৮. পশুর চামড়া দ্রুত অপসারণ করে কোরবানির নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করে নেবেন।

কোরবানির মাংস

গবাদিপশু কোরবানির আগ থেকে রান্না পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে অন্যথায় কোরবানির আয়োজনও হয়ে উঠতে পারে সংক্রমণ ছড়ানোর উৎস।

১. রান্নার সময় কাঁচা মাংস নাড়াচাড়ার আগে ও পরে হাত ভালো করে সাবান ও হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন।

২. মাংস ভালোভাবে রান্না করবেন যেন প্রতিটা অংশ ভালোভাবে সেদ্ধ হয়।

৩. কাঁচা মাংসের পাত্র, কাটিং বোর্ড, ছুরি, বঁটি প্রভৃতি হালকা গরম পানি ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন।

৪. রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাংস খুব ভালভাবে ধুয়ে যথাসম্ভব ছোট প্যাকেটে মুখ বন্ধ করে রাখবেন।

৫. সম্ভব হলে মাংস রান্না করে সংরক্ষণ করবেন।

৬. রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে কাঁচা মাংস ধরার সময় প্রতিবারই ওপরের সতর্কতাগুলো অবলম্বন করবেন।

Photo courtesy : Google Images